R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
১২ই মার্চ, ২০০৩ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুর মহকুমার তারাপুর হাসপাতালের সুস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা দুঃস্থ মানুষদের আশার আলো দেখাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি শিল্প একটা বড় জায়গা দখল করে আছে। জঙ্গিপুর মহকুমাতে সাগরদীঘি বাদে সব কটি ব্লকের অর্থনীতি বিড়ি শিল্পের উপর দাঁড়িয়ে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যার ফলে এই অঞ্চলের বিড়ি শ্রমিকরা তামাকের বিষাক্ত আবহাওয়ায় সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারেন না। তাঁদের গড় আয়ু এসে দাঁড়িয়েছে ৪০-৪৫ বছর। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহু আন্দোলনের পর ধুলিয়ান লাগোয়া তারাপুরে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এই হাসপাতালে একমাত্র বিড়ি শ্রমিক ও তাদের পরিবারের চিকিৎসা হয় বলে জানা যায়। বর্তমানে এই হাসপাতালে পাঁচজন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। এদের মধ্যে একজন মহিলা। এক সাক্ষাৎকারে ঐ হাসপাতালের সুপার ডাক্তার অমিতাভ মুখার্জী জানান, প্রতিদিন আশপাশ এলাকা থেকে ৬০০/৭০০ মানুষ (শেষ পৃষ্ঠায়)

মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণ টোকাটুকিতে এবারও মহকুমায় বোখারা সেন্টার শীর্ষে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের বোখারা জুবেদ আলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত কয়েক বছরের মতো এবারও মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যাপক গণ টোকাটুকি চলে। এতে মদত যোগান ঐ স্কুলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, কয়েকজন শিক্ষক ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা। ঐ সেন্টারে সেখদীঘি, মেঘাশিয়ারা, মোরগ্রাম ও কড়াইয়া স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছেন। গত ৫ মার্চ ইংরাজী পরীক্ষার দিন সেখদীঘি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা হলে ব্যাপক টোকাটুকিতে বাধা দিতে গিয়ে বোখরা স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক নাজেহাল হন বলে খবর। জানা যায়, সেখদীঘি হাই স্কুলের প্রাক্তন সেক্রেটারী ফুলশহরী গ্রামের গোলাম মোস্তফা, জনৈক অভিভাবক আইমাইল সেখসহ কয়েকজন অফিসে চড়াও হয়ে ঐ শিক্ষকদের মারতে উদ্যত হন ও প্রাণনাশের হুমকী দেন। ঐ সেন্টারের ইনচার্জ সাগরদীঘি বিদ্যালয় চক্রের এস, আই, অপূর্ব ঘোষ সব কিছু দেখেও কোন ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ। মহকুমা শাসককে ঘটনাটা জানানোর জন্য শিক্ষকরা (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুর উন্নয়নের অজুহাতে চলছে পকেট ভর্তির প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত চার-পাঁচ মাস আগে জঙ্গিপুর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের সঙ্গে ৫ নম্বর ওয়ার্ডেও ব্যাপকভাবে উন্নয়নের কাজ হয়ে গেল। সময় নাই তাই ইট উপযুক্ত কিনা বা মাল-মশলা ঠিক মতো পড়লো কিনা দেখারও উপায় ছিল না। এ নিয়ে কেউ আপত্তি তুললেও তাতে কোন আমল দেয়া হয়নি, বরং লাল চোখ দেখানো হয়েছে। জেনারেটর চালিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজও হয়েছে কয়েকদিন। কয়েক মাস যেতে না যেতে এই কর্মযজ্ঞের পরিণামও পাচ্ছে এলাকার মানুষ। সিমেন্ট ঢালাই পথে ফাটল ধরেছে, কোথাও ড্রেনে গর্ত দেখা দিয়েছে, পায়খানার কাজ শেষ না হওয়ায় দুর্গন্ধে এলাকা দূষিত হচ্ছে। কয়েকজন পুরবাসী পুর এলাকায় উন্নয়নের অজুহাতে পুকুর চুরির প্রতিবাদ করলে নিযুক্ত ঠিকাদার তাদের সাথে অভদ্র ব্যবহার করে বলে খবর। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, একজন মহিলাকে কাউন্সিলার (শেষ পৃষ্ঠায়)

সি, ডি লামা আপাতত জেলায় আসছেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলা প্রশাসনে এ, ডি, এমের পোষ্ট খালি না থাকায় জঙ্গিপুরের প্রাক্তন এস, ডি, ও সি, ডি, লামা আপাতত মুর্শিদাবাদে আসছেন না বলে খবর। অন্যদিকে জঙ্গিপুরের প্রাক্তন এস, ডি, ও অমরনাথ মল্লিক মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সেক্রেটারী পদে যোগ দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, অমরনাথ মল্লিক জঙ্গিপুর থেকে বদলি হয়ে বোলপুরের এস, ডি, ও পদে যোগ দেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ঝাঁটা পিটিয়ে এক সমাজবিরোধীকে শায়েস্তা করলেন গাঁয়ের মেয়েরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির খেরুর গ্রামের হুকসাদ সেখের পুত্র জেকের আলি গত ২০ ফেব্রুয়ারী গ্রামের মসজিদের কাছে এক মহিলাকে অশোভন ইঙ্গিত করলে গ্রামের মহিলাদের হাতে অস্বাভাবিকভাবে সে আহত হয়। মহিলারা একত্রিত হয়ে ঝাঁটা পিটিয়ে জেকেরকে শায়েস্তা করেন। জেকেরের সারা শরীর ফুলে যায়। তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সাগরদীঘি হাসপাতালে নিয়ে এলে বহরমপুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

দুটি লরির মুখোমুখি ধাক্কায় একজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৬ মার্চ বিকেল ৫টা নাগাদ ফরাক্কা থানার বল্লালপুরের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি লরির সংঘর্ষে একজন মারা যান। জানা যায়, মালদা থেকে আরামবাগ হেচারীর একটি মাংস ভর্তি লরির সাথে বহরমপুর থেকে আসা একটি মিনি লরির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। আরামবাগ হ্যাচারীর লরিটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ লরির দু'জন ড্রাইভার ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ বৃষ্টির আর্জি ॥

জমিতে চাষাবাদ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন যেন হয়, যেন সময় মত উপযুক্ত ফসল পাওয়া যায়, সেই জন্য কৃষক সম্প্রদায় বৃষ্টির জন্য পর্জন্যদেবের নিকট প্রার্থনা করেন। তবে আলোচ্য নিবন্ধে ফসল কিছুটা বিনষ্ট হউক, এই উদ্দেশ্যে উপরিলিখিত প্রার্থনার কথা বলা হইতেছে। আর সে প্রার্থনা এখানকার তাবৎ আমচাষীদের এবং তাহা এই বৎসরের জন্য।

যাঁহারা বাগানে আমের মুকুল দেখিয়া অথবা তৎপূর্বেই গাছের চেহারা দেখিয়া বাগানের মালিকের নিকট হইতে আম ফসল কিনিয়া থাকেন, তাঁহারা আপন আপন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্থোপার্জন করেন। এই বৎসর তথাকথিত আম চাষীরা যে অনুমানের ভিত্তিতে বাগানের ফসল কিনিয়াছেন, মনে হয়, তাঁহাদের সে অনুমান বহুগুণে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কেননা এতদঞ্চলে যত আমগাছ আছে, তাহাদের প্রায় সবই মুকুলে এমনই সমাচ্ছন্ন যে, গাছের পাতা দেখা যাইতেছে না। মুর্শিদাবাদ-মালদহ আমের প্রাচুর্যে ও স্বাদের কৌলীন্যে সুপরিচিত। এই জেলাগুলির সর্বত্র এত বেশী আমের মুকুল আসিয়াছে যে, স্মরণকালের মধ্যে এমন হইয়াছে, মনে হয় না। আম চাষীদের মাথায় হাত দেওয়ার মত ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের আশঙ্কা, অতিরিক্ত ফলন হইলে তাঁহারা আশানুরূপ দরদাম পাইবেন না; লোকসান ছাড়া উপায় থাকিবে না। তাই হয়ত বৃষ্টি নামিয়া ফুটন্ত আম মুকুল বিনষ্ট হউক; অথবা কচি আম ঝরিয়া যাক - এই কামনা।

ফাল্গুনের বৃষ্টিতে আগুন ঝরে বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে, আমের মুকুল প্রস্ফুটিত হইবার অব্যবহিত পরে বৃষ্টি হইলে ফুলের পরাগরেণু ধুইয়া যায় বলিয়া ফলন মার খায়। আবার কচি আমের গোড়া শক্তপোক্ত হইবার জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন হয়। বৃষ্টি না হইলে আমের বোঁটা শুকাইয়া আলগা হয়, কচি আম ঝরিয়া পড়ে। ঝড়-শিলাবৃষ্টিতে আমের ফলনে বিঘ্ন ঘটে। এই মরশুমে আমের মুকুলে বৃষ্টি অথবা অন্য কোনও ভাবে আমের ফলন যেন কম হয়, হয়ত ইহাই চাওয়া হইতেছে।

প্রকৃতির খেয়ালে

সুমন পাঠক

শীতের প্রার্থনায় এসেছে বসন্তের উত্তর : যদি শীত আসে তবে কি বসন্ত না এসে পারে ? প্রকৃতির আঙিনায় চলেছে ঋতুর রঙ্গলীলা। অনাদিকাল হতে তার বিচিত্র বিলাস চলে আসছে। মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে পার হয়ে যায়। শীতের রথের ধূলি ঘূর্ণিতে গোধূলির আলো ম্লান হয়ে পড়ে, বনে বনে ধ্বনিত হয় আশ্বাস বাণী : দুয়ারে দুয়ারে জাগ্রত বসন্ত। দখিণের দরজা খুলে এসেছে মৃদু সমীরণ। কবি কণ্ঠ হ'তে সোচ্চারিত গান—'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'।

বনে এবং মনে ফাল্গুনের নবীন আনন্দের অনুভূতি। কিন্তু কি আশ্চর্য! কেমন যেন আকস্মিক অপ্রত্যাশিতভাবে সেই অনুভবের পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে দখিণা বাতাস তার আনা গোনা হঠাৎ বন্ধ করে বসল। গত মঙ্গলবার ৪ তারিখ হ'তে যেন লক্ আউট ঘোষণা। হাওয়ার গতিমুখ কেমন যেন ঘুরে গেল ১৮০ ডিগ্রির মত। দিনের তাপমাত্রার পারদ নেমে গেল এক ঝাঁকানিতে ৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। উত্তরের হাওয়ায় শীতের পদসঞ্চার। এই তো কিছুদিন আগেও ছিল গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে মাত্রা-ছাড়া শৈত্য প্রবাহ। শীত জর্জর ছিল প্রকৃতি এবং মানুষ। এখন ফাগুনের তৃতীয় সপ্তাহ চলছে। কয়েকদিন আগে দুপুর হ'তে বইতে দেখা গেল ঝোড়ো বাতাস—বাতাসে ছিল ঝলসানি। তার আগমন ছিল আচমকা। তাপমাত্রায় অনুভূত হচ্ছিল তার ঊর্ধ্ব গতি। প্রকৃতি রাজ্যে ঘটে গেল কেমন যেন পালা বদলের পালা। বাতাসের দাপানিতে সে তাপমাত্রা কমতে লাগল। বাতাসে এখনও ঠান্ডার আমেজ।

সাধারণ মানুষের কাছে আবহাওয়ার এই পরিবর্ত্তনকে মনে হয়েছে প্রকৃতির খেয়ালীপনা। ঋতু বিলাস তো নয়, মনে হচ্ছে ঋতু বিভ্রম। আবহবিদ্দের মুখে অন্য কথা। তারা মনে করেন যা ঘটছে তা নাকি অস্বাভাবিক কোন ঘটনা না। তাপমাত্রা মন্দীভূত হবার কারণ হ'ল—বাতাসে বেশি পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকলে ঠান্ডা বেড়ে যায়। আকাশেও মেঘ ছিল। উত্তর দিক হ'তে বাতাসের গতিপথের পরিবর্ত্তন হওয়ায় নাকি এই বিপত্তি। ফের ঠান্ডা।

বসন্তের পদসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে শীতের পোশাক-আশাক যথারীতি যথাস্থানে রাখা হয়েছে। শীতের পোশাক ছেড়ে গায়ে উঠেছে পাতলা পরিধেয়। আবহাওয়ার খামখেয়ালীতে সবকিছু আবার অদল বদল হয়ে গেল। আলমারী হ'তে গায়ে উঠল চাদর সোয়েটার। শুরু হয়ে গেল—সর্দ্দি-কাশি-হাঁচির কোরাস সিম্ফনি। প্রকৃতির রাজাপাটে কি না সম্ভব ? দক্ষিণে হাওয়া উত্তুরে আবার উত্তুরের হাওয়া হয়ে যায় দক্ষিণে। শরতে হয় বর্ষার রাজসমারোহ, আবার বসন্তে শীতের অভিষেক। অদ্ভূত ভোজবাজী—! সবই হয় খেয়ালে আর খেয়ালীপনায়। এটাও যেন সেই গল্পের মত : তিল রুমাল হয়ে গেল বিড়াল।

শরৎচন্দ্র পান্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই করা রচনা থেকে সংকলিত

সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খন্ড)

দাম : প্রতি খন্ড ১০০'০০, দু' খন্ড একত্রে ১৪০'০০ টাকা (ডাক খরচ পৃথক)

প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী থানার আমুহা গ্রামের সুব্রত দাসের স্ত্রী ঝর্ণা দাস (১৯) গত ২৬ ফেব্রুয়ারী গায়ে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিদগ্ধ হন। তাকে ঐ দিন জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করলে পরদিন তিনি মারা যান। দেড় বছর আগে ঝর্ণার বিয়ে হয়। বিয়ের শুরু থেকেই পণ নিয়ে শ্বশুর বাড়ীর সকলের নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছিল ঝর্ণাকে এবং অত্যাচারেই তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন বলে গ্রাম সূত্রে জানা যায়। ঘটনার পর থেকেই বাড়ী বন্ধ করে সুব্রত দাস ও তার বাড়ীর অন্যরা বেপাত্তা।

জায়গাসহ দোতলা বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরাপল্লীতে সুপরিবেশে দুই দিকে মিউনিসিপ্যাল রাস্তা সম্বলিত মোট সওয়াসাত কাঠা জমি মধ্যে দোতলা বাড়ী বিক্রয় হইবে। সম্পূর্ণ ফাঁকা জায়গা রাস্তার উপর ২½ (আড়াই) কাঠা ও অভ্যন্তরে আনুমানিক ১½ (সওয়া) কাঠা। বাকী অংশ জুড়ে বাড়ী।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

ডঃ চুনিলাল গুপ্ত, ফোন ঃ ০৩৪৮২/২৫৪২৪৭

জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্য্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

দূর আলাপনী রঘুনাথগঞ্জ

(০৩৪৮৩) ২৬৬০৭৪, ২৬৬০১৭

২০০৩-০৪ সালের জন্য পৌরসভার ফেরিঘাটের ইজারার নোটীশ ও নিয়মাবলী

এতদ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর পৌরসভার রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরিঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দুইটি একত্রে আগামী ২০০৩-২০০৪ সালের জন্য (২০০৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০০৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য) আগামী ২০শে মার্চ (বৃহস্পতিবার) বেলা দুই ঘটিকায় পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নিলামে পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১) নিলামের দফাওয়ারী বিশদ শর্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২) তথাপি সংক্ষেপে জানানো যায়, যে ব্যক্তি পূর্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই, ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩) আর্থিক স্বচ্ছলতার নিদর্শন ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দলিলাদির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে। নচেৎ ডাকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪) উপরোক্ত দুইটি ফেরীঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরিঘাটদ্বয় ইজারার জন্য একত্রে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা আমানত জমা দিতে হইবে। (আরনেষ্ট বা টেবিল মানি) ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৫) যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাহাকে ডাক মঞ্জুরীর ১/৪ ভাগ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এ টাকা সিকিউরিটি হিসেবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরো মাসিক সমান কিস্তিতে এ্যাডজাষ্ট (মিনাহ) করিতে পারিবেন।

৬) দফাওয়ারী শর্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে ও পারানীর মাশুলের তালিকা পৌরসভা অফিসে দেখিয়া লইয়া এবং সেমতভাবে রাজী হইলে তবে ডাকে অংশগ্রহণ করিবেন।

ডাকের স্থান ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সদর শহরে অবস্থিত জঙ্গিপুর পৌরভবন।

ডাকের তারিখ ও সময় ঃ ২০/৩/২০০৩ (বৃহস্পতিবার), বেলা ২ ঘটিকায়।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পৌরপতি
জঙ্গিপুর পৌরসভা

তারিখ ০১/০৩/২০০৩

মেমো নং ১৮৭(৪)/১১২-২০০৩ তারিখ ০১/০৩/২০০৩

ট্রাকের চাকায় শিশু কন্যার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ মার্চ ভোরের দিকে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান ডাকবাংলোর কাছে অন্ধ্রপ্রদেশের একটি মাল ভর্তি ট্রাকের চাকায় এক শিশু কন্যার পায়ে চোট লাগে। আহত মেয়েটিকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করলে পরদিন সে মারা যায়।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ ঃ ৪নং ফরম। ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। ২। প্রকাশের সময় ব্যবধান—সাপ্তাহিক। ৩,৪,৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম অনুত্তম পন্ডিত, জাতি ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। ৬। এই সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—অনুত্তম পন্ডিত, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)।

আমি অনুত্তম পন্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ অনুত্তম পন্ডিত, প্রকাশক
রঘুনাথগঞ্জ, ১২ই মার্চ ২০০৩

দুঃস্থ মানুষদের আশার আলো দেখাচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

চিকিৎসার জন্য এখানে আসেন। তিনি নিজেই দৈনিক ১০০ থেকে ১৫০ রোগী দেখেন। আরো জানা যায়, এখানে বর্ত্তমানে কোন সার্জেন না থাকা সত্ত্বেও হাইড্রোসিল, হার্ণিয়া বা এই ধরনের যে কোন অপারেশন করছেন ডাঃ সৌরভ মুখার্জী। স্বল্পভাষী সৌরভবাবু এ প্রসঙ্গে জানান—তিনি সাধারণ এম বি বি এস হিসাবে এখানে এসেছেন। কিন্তু এলাকার গরীব মানুষদের অবস্থা দেখে অপারেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন। একজন এ্যানাসথেসিস্ট থাকলে বড় ধরনের অপারেশনেরও তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আরো জানা যায়, এখানে ই সি জি মেসিন থাকলেও টেকনিসিয়ানের অভাবে ওটি চালু করা যাচ্ছে না। গাজিনগরের মোরফুল সেখ আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, তিনি এখানে বিনা খরচে হাইড্রোসিল অপারেশন করে বর্তমানে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। তেমনি ধুলিয়ান পুর এলাকার জনৈকা রোগী রীণা প্রামাণিক বলেন—তিনি অনেকদিন থেকে পেটের অসুখে ভুগছিলেন। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। হাসপাতালের সুপার ডাঃ অমিতাভ মুখার্জী প্রতিদিন ৪/৫ বার এসে খোঁজ খবর নেন। তবে হাসপাতালের সরবরাহ করা রোগীদের খাবার নিয়ে অভিযোগ করেন প্রত্যেকে। সকালে যেখানে ১০০ গ্রাম পাউরুটি দেবার কথা সেখানে ৫০-৬০ গ্রামের বেশী দেয় না, একটা পাকা কলার সরকার নির্দ্ধারিত দাম ৮০ পয়সা, সেখানে যে কলা রোগীদের দেয়া হয় তার দাম ২৫ পয়সার বেশী না। ১২.৮০ টাকা কেজি দরের চাল সরকার থেকে দেবার নির্দেশ থাকলেও ৮ থেকে ৯ টাকা দরের নিম্নমানের চাল রোগীদের পথ্যে দেয়া হয়। তার সঙ্গে তরকারিও ভালো থাকে না। এ ব্যাপারে সুপার জানান, খাবার সরবরাহ করে ঠিকাদার। তিনি সব সময় ওদিকে নজর রাখতে পারেন না। আগামীতে যাতে এর উন্নতি হয় সে ব্যাপারে তিনি নজর রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রসঙ্গে সুপার ডাঃ অমিতাভ মুখার্জী জানান, এই হাসপাতালের জন্য একজন চক্ষু চিকিৎসক ও এ্যানাসথেসিস্টের ব্যাপারে যোগাযোগ চলছে। খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা এখানে যোগ দেবেন।

একজনের মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

খালাসিকে আশংকাজনক অবস্থায় মালদা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন সেখানে গৌরীশংকর সিং নামে এক ড্রাইভার মারা যান। মিনি লরির ড্রাইভার ও খালাসি বেপাত্তা। পুলিশ ট্রাকটিকে আটক করে।

শায়েস্তা করলেন গাঁয়ের মেয়েরা (১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানান্তরিত করা হয়। জানা যায়, হকসাদ সেখের পাঁচ পুত্রের নানা সমাজবিরোধী কাজে এমনিতেই গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ। পুলিশের খাতায়ও এদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে।

আপাতত জেলায় আসছেন না (১ম পৃষ্ঠার পর)

সে সময় জঙ্গিপুরের দায়িত্ব নেন সি, ডি, লামা। শ্রীমতী লামার তৎপরতায় জঙ্গিপুর থেকে নিয়ে যাওয়া সরকারী টি-ভি শেষ পর্যন্ত বোলপুর থেকে ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য হল মল্লিক সাহেব।

বোখারা সেন্টার শীর্ষে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বার বার তাঁকে অনুরোধ করে ব্যর্থ হন। পাশাপাশি ঐ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোফাক্কার হোসেনও সহ-কর্মীদের হেনস্তা দেখে অদ্ভুতভাবে চুপ থাকেন। গত বছরও ঐ স্কুলের শিক্ষক চন্দন মন্ডল, পাদু হাঁসদা, জিতেন বিশ্বাস গণ টোকাটুকি বন্ধ করতে গিয়ে সেখদীঘি গ্রামের কয়েকজনের হাতে লাঞ্ছিত হন বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে শান্তিপ্রিয় শিক্ষকরা বোখারা সেন্টার বাতিল, না হলে সেখদীঘি স্কুলকে অন্যত্র দেয়া হোক বলে দাবী জানিয়েছেন।

ভাঙন ও ভূমিক্ষয় রোধের দাবীতে বামফ্রন্টের পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গঙ্গা-পদ্মা, ভাগীরথী, ইচ্ছামতি, কংসাবতী ও হুগলী নদীর ভাঙ্গন তথা ক্ষয় প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের যথাযথ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের দাবীতে মালদা জেলার ভালুকা থেকে কোলকাতা পর্যন্ত ৪৫০ কিমি পদযাত্রা শুরু হয় গত ১৪ ফেব্রুয়ারী বামফ্রন্টের উদ্যোগে ১৫০ জন পদযাত্রী নিয়ে। সেচ ও জলপথ বিভাগর দপ্তর ভালুকা থেকে বিধায়ক ইউনুস সরকারের নেতৃত্বে নদীগুলির ভাঙন, ক্ষয় এবং ভাঙ্গনজনিত উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবীতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তার ইতিবাচক কর্মসূচী ও ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণের দাবীতে এই দীর্ঘ পদযাত্রার সূচনা। মালদা জেলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা শৈলেন সরকার ও জীবন মৈত্র এই পদযাত্রায় সামিল হয়ে ফরাক্কা পর্যন্ত আসেন। ১৭ ফেব্রুয়ারী অরঙ্গবাদে অবস্থান করে পদযাত্রীরা মদনা, লবনচোয়া, এফলাক্স বাঁধ ধরে মিঠিপুর হয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে ১৯ ফেব্রুয়ারী বেলা ১২টা নাগাদ জঙ্গিপুরে পৌঁছান। মদনা থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত পদযাত্রায় সামিল হন জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, জেলা পরিষদ সদস্য প্রাণবন্ধু মালসহ প্রায় ২৫০ পদযাত্রী।

ভর্তি চলিতেছে

রঘুনাথগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষানিকেতনের ২২০৩—২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হবে ২১-৩-২০০৩—১০-৪-২০০৩ পর্যন্ত (ছুটির দিন ব্যতীত)।

যোগাযোগের স্থান – স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সন্নিকটে।

সময়—সকাল ৭—১০-০০ পর্যন্ত।

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের টেলিফোন নাম্বার—২৬৬২৪০, ২৭১১৪৬, ২৬৬৯৩৭, ২৬৭৯১১

পকেট ভর্তির প্রতিযোগিতা (১ম পৃষ্ঠার পর)

শিখন্ডী করে কয়েকজন সুযোগসন্ধানী উন্নয়নের নামে পকেট ভর্তি করতে ব্যস্ত। বিধিবহির্ভূত কাজের ব্যাপক তদন্ত হওয়া জরুরী প্রয়োজন বলে এলাকার মানুষ মনে করেন।

বিজ্ঞপ্তি

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া রঘুনাথগঞ্জ শাখার স্থানান্তরের জন্য এই শহরের মধ্যে আনুমানিক ৩০০০ বর্গফুট স্থান সঙ্কুলানের উপযোগী বাড়ীর প্রয়োজন।

আগ্রহী ব্যক্তিগণ নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট ৩০-৩-২০০৩ মধ্যে দরখাস্ত জমা করিবেন।

শাখা প্রবন্ধক

তাং ১২-০৩-২০০৩ রঘুনাথগঞ্জ শাখা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া

Ref. No. RAGH/ESTATE/03 Date. 11-3-03

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।